জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ৴০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

চক্রবর্ত্তী সাইকেল ষ্টোর

সাইকেল, টায়ার, টিউব, হাসাগ, গ্রামোফোন প্রভৃতি পার্টস বিক্রেতা ও মেরামতকারক। নির্দ্ধারিত সময়ে সাইকেল সরবরাহ করা হয়।

রঘুনাথগঞ্জ মেছুয়াবাজার (কদমতলা)

৪২শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৬শে পৌষ বুধবার ১৩৬২ ইংরাজী 11th Jan. 1956 | ৩৩শ সংখ্যা

প্রতি ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

— C. P. SERVICE

নূতন বীমার কাজে

বিপুল সাফল্য

১৯৫৪ সালে

৩০ কোটি টাকার উপর

জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপেই হিন্দুস্থানের প্রতিষ্ঠা এবং গত ৪৮ বৎসর ধরিয়া জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপেই ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে। আজ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া ইহা নূতন গৌরব অর্জন করিয়াছে এবং দেশ ও দশের সেবায় কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় এক মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। এই সাফল্যের মূলে রহিয়াছে ত্রিবিধ নিরাপত্তার ভিত্তি:

★ সুষ্ঠু ও সুচিন্তিত পরিচালনা ;
★ জনসাধারণের অবিচলিত আস্থা ;
★ লগ্নী ব্যাপারের নিরাপত্তা

বোনাস { আজীবন বীমায় ১৭৷৷০
মেয়াদী বীমায় ১৫৲

প্রতি বৎসর প্রতি হাজার টাকার বীমায়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্

৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে পৌষ বুধবার সন ১৩৬২ সাল।

"সত্যমেব জয়তে"

—•—

আমাদের স্বাধীন ভারত সরকার তাঁহাদের সমস্ত কাগজ ও চিঠিপত্রে "সত্যমেব জয়তে" এই মহাবাক্য ব্যবহার করিতেছেন। ইহার উদ্দেশ্য এই যে আমাদের সরকার সত্যাশ্রয়ী, ইহাই প্রমাণিত ও প্রচারিত হইতেছে। অহিংস নাম ধারণ করিয়া হিংসা প্রবৃত্তিকে গোপনে মনে মনে আস্কারা দেওয়া যে কত বড় মহাপাপ, কত বড় জোচ্চোরি তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু জোর গলায় ঘোষণা করিয়াছেন, ভারতে যে সব সাধু সন্ন্যাসী বেশধারী লোক দেখা যায় তাহাদের মধ্যে সত্যিকার সাধু নাই বলিলেই হয়। সত্যকে অসত্যে পরিণতকারী "সত্যমেব জয়তে" মন্ত্রসাধকগণ ঐ সব ভেল সাধুর মত সয়তান সত্যাশ্রয়ী।

বাঙ্গলা ইংরাজ রাজত্বের সূচনা হইতেই তাহার বিরোধিতা করিয়া আসিতেছে। সেই সত্য প্রমাণের সাক্ষ্য ইতিহাস আজও জলন্ত অক্ষরে বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

মহারাজ নন্দকুমারকে ফাঁসি দিয়া ইংরাজ নিষ্কণ্টকে শাসনকার্য্য চালাইবার ইচ্ছা করিয়াছিল। সে মতলব তাহারা পূর্ণ করিতে পারে নাই। ইংরাজ শাসকগণ শাসনকার্য্যের সহিত শোষণ করিতে ত্রুটি করে নাই সত্য, কিন্তু ইংরাজ জাতির মধ্যে বিচারক ছিল না এ কথা বলা চলে না। মিথ্যাচারী জুলুমবাজ অত্যাচারী ইংরাজ সুবিচারক, সুবক্তা স্বজাতিকে বাঘের মত ভয় করিত।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলের বাংলার গবর্ণর ওয়ারেন হেষ্টিংস্ ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজাধিকৃত ভারতের গবর্ণর জেনারেল হইয়াছিলেন। তিনি নানা অসদুপায়ে কোটি টাকা শোষণ করিয়া স্বদেশে গমন করেন। ইংলণ্ডের এডমণ্ড্ বার্ক প্রমুখ সুপ্রসিদ্ধ বক্তাগণ ওয়ারেন হেষ্টিংসের দোষ উদ্ঘাটন করিয়া বক্তৃতা করিয়া ইঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন। "বার্কস্ ইম্পিচমেণ্ট অব্ ওয়ারেন হেষ্টিংস্" ইংরাজী ভাষার একখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

ওয়ারেন হেষ্টিংসের নামে পার্লামেণ্টের "কমন্স সভা" "লর্ড সভার" নিকট অভিযোগ উপস্থিত করেন। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হইয়া ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল বিচার শেষ হয়। বিচারে হেষ্টিংস্ নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হইয়া অব্যাহতি লাভ করেন বটে, কিন্তু তাহাতেই ইনি সর্ব্বস্বান্ত হন। ভারতবর্ষ হইতে ইনি যে এক কোটির অধিক টাকা লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা প্রায় সমস্তই এই মোকদ্দমায় ব্যয়িত হইয়া যায়। অবশেষে কোম্পানির দত্ত বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়াই ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। আমাদের স্বদেশী স্বজন শাসকের অধীনে ভারতে জীপ কেলেঙ্কারী, সার কেলেঙ্কারী ইত্যাদি টাকা গলাধঃকরণ জন্য যে যে ব্যক্তি দায়ী হইতে পারেন, তাহা চাপিয়া যাওয়ার জন্য অর্থ-মন্ত্রীর প্রস্তাব কত লজ্জার!

অতি বড় সত্যকথা—ইংরাজ বাংলা দেশকে তাহার রাজত্বের বড় কণ্টক মনে করিয়া তাহার পূর্ব্বাঙ্গ ছেদন করিতে গিয়া যথেষ্ট জব্দ হইয়া পশ্চিমাঙ্গ ছেদন করিয়া বিহারের সামীল করিয়া দিয়া যায়। সমস্ত বিহারী নেতা তখন বাংলার সহানুভূতি করিয়া ইহা বাংলাকে সুযোগ মত ফেরত দিবার সংকল্প করেন। আজ বিহারী নেতা ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ভারতের রাষ্ট্রপতি। তিনি যে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত তাহা সকল সন্দেহের সকল স্বার্থের অতীত।

সীমানা নির্দ্ধারণ কমিশনের সভাপতি বিহারের অধিবাসী জনাব ফজর আলি ছাড়া কি অন্য প্রদেশে আর লোক ছিল না? এই খুঁৎটুকু কার বুদ্ধিতে রাখা হইল? বেশ, যখন কমিশনের সুপারিশ সম্বন্ধে বোম্বাই রাজ্যের অন্যতম মন্ত্রী শ্রীহীরের সহিত মিঃ ফজর আলির কথাবার্ত্তার সুপারিশের ইজ্জৎ ফাঁস হইয়া গেল, তখনই সমস্ত বাতিল করিয়া যে চার প্রধান (১) প্রধান মন্ত্রী (২) পণ্ডিত পন্থ (৩) মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (৪) ভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি শ্রীডেবর মীমাংসা করিবার ভার লইবেন তাহাই না হয় হইত, দুয়ের কোনটাই শেষ না হইতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরুর মস্তিষ্কে আবার নূতন বিভাগের পরিকল্পনা উদয় হইবার কারণ কি?

বাংলার স্বার্থ লইয়া লড়াই করা মুরুব্বি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবি. সি. রায় ও প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ নানা সময়ে নানা মূর্ত্তি ধারণ করিতেছেন দেখিয়া লোকে কি মনে করিবে। মুখ্যমন্ত্রী এক সভাতে অন্য কাজের অছিলা করিয়া অনুপস্থিত হইলেন। শ্রীঅতুল্য ঘোষ বীরদর্পে বক্তৃতা করিলেন—"আমরা ভিক্ষা করিতে আসি নাই, আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য লইতে আসিয়াছি।" বীররসে শ্রোতৃবৃন্দ "বাহবা! বাহবা" করিল।

হঠাৎ বিচারার্থ মনোনীত চারি প্রধানের এক প্রধান শ্রীডেবর পশ্চিম বাংলায় পদার্পণ করিলেন শুভ ১লা জানুয়ারী। এখনও তাঁহাদের হাতে সীমানার মামলার বিচার ন্যস্ত আছে। শ্রীঅতুল্য একজন বিচারপ্রার্থী। এ সময় তাঁহাকে ১০০০০০৲ এক লক্ষ টাকা দিয়া সম্বর্দ্ধনা কি বিচারককে খুশী করার দোষে দুষ্ট হইবে না?

সমস্ত পৃথিবী এই রাষ্ট্রপতির দেশ ও পুনঃ পুনঃ খণ্ডিত, উদ্বাস্তু আগমনে বিপর্য্যস্ত পশ্চিম বাংলার সীমানা বিচারের ফল দেখিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া আছে!

"সত্যমেব জয়তে" বাক্যের সম্মান কিরূপে রক্ষিত হয় তাহা দেখিবার জন্য আমরাও আগ্রহান্বিত হইয়া আছি।

যখন রুষ দেশীয় প্রধান মন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন এবং সুপ্রিম সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভ ও কয়েক জন সোভিয়েৎ নেতা দিল্লীতে অতিথ হইয়া আসিয়াছেন, তখন সমস্ত বিশ্বে শান্তি প্রচারের অগ্রদূত শ্রীনেহেরু-শাসিত ভারতের বোম্বাই ও রেওয়া প্রদেশের শান্তি রক্ষার জন্য পুলিশ এই দুই রাজ্যে শান্তির নগ্নমূর্ত্তি দেখাইয়া "সত্যমেব জয়তে" বাক্যের মহিমা প্রচার করিল।

এ সীমানা নির্দ্ধারণ কমিশনের জন্য ভারতের কত টাকা খরচ হইয়া কি পরিমাণ মূল্যবান নির্দ্দেশ মিলিয়াছে, তাহা প্রধান মন্ত্রীর চারি প্রধানের মীমাংসা সভা ও চারি পাঁচ প্রদেশ একীকরণ করিয়া "শাক দিয়া মাছ ঢাকার" উদ্যম দেখিলেই আন্দাজ করা যাইবে।

দ্বিতীয় সাধারণ নির্ব্বাচন হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই। পশ্চিম বাংলায় গত নির্ব্বাচনে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরুজীকে দিয়া কংগ্রেস যেন শালগ্রাম শিলা দিয়া বাঁটনা বাঁটিয়া লইয়াও সুফল করিতে পারে নাই।

যে প্রধান মন্ত্রী জহরলালজী মজঃফরপুরে হিংস ক্ষুদিরামের মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করিতে স্বীকার করেন নাই, তাঁহাকে (নেহেরুজী) দিয়াই কোমাগাটা মারুর গদরপার্টির শহীদদের বেদীতে মাল্যদান করাইয়া তবে ছাড়িয়াছিল কংগ্রেসপার্টি শ্রমমন্ত্রীর ভোটের কেন্দ্রে। তবুও মন্ত্রী মহাশয়কে বহু শত ভোটে প্রতিপক্ষের নিকট পরাস্ত হইতে হইয়াছিল। এই ভাবে পশ্চিম বাংলায় ৭টী জাঁদরেল মন্ত্রী পরাজয় লাভ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এবার পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসিবৃন্দ খুব আশা করিয়াছিল যে উদ্বাস্তু আগমনে বিপর্য্যস্ত আমরা সরকারের নিকট নিশ্চয় সুবিচার পাইব। যেমন হাওয়া বহিতেছে তাহাতে পশ্চিম বাংলার আশা হতাশায় পরিণত না হয়। তবুও "সত্যমেব জয়তে" বাক্য আমাদেরও একমাত্র ভরসা।

স্বর্গধাম টেলারিং শিক্ষাকেন্দ্র

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদনে উদ্বাস্তু মহিলাদিগকে টেলারিং শিক্ষা দিয়া স্বাবলম্বী করিবার উদ্দেশ্যে স্বর্গধাম সেবক-সঙ্ঘ গত বৎসর হইতে একটি শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করিতেছে। উক্ত শিক্ষাকেন্দ্রে এ বৎসরেও ২৫ জন উদ্বাস্তু মহিলাকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। শিক্ষার যাবতীয় ব্যয় শিক্ষাকেন্দ্র বহন করিবে এবং শিক্ষার্থিনিদিগকে মাসিক ১৫৲ করিয়া বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। শিক্ষাকাল ১ বৎসর। শিক্ষার্থিনীর বয়স ১৬ হইতে ৩৫ বৎসর ও শিক্ষা ন্যূনকল্পে ষষ্ঠ শ্রেণী হওয়া চায়।

লালচ্ বড়ি বালাই

—:(•):—

এক অঙ্গেছা এক কম্‌লী
লেকে হিঁয়া আয়া—
রোটি বানানা খরচা বহুৎ,
শাতুয়া মোল্ মোল্ খায়া।
জান পঁহচান আদমীকা পাশ
মিলা থোড়া পুঁজী—
তকলীফ্‌সে চিজ মোলকে বেচকে,
কষ্ট্‌মে চল্‌তা রোজী।
পুঁজিবালা দোস্ত্ হামারা
হুয়া হিস্‌সাদার—
দো দোস্ত্ মিলকে বড়ি বাজারমে
খোলা বড়ি কারবার।
পুঁজিবালা পাক্কা আদমী
হো গিয়া মেরা গুরু—
উন্‌কা সমঝ্ মেরা মেহনৎ
ফাট্‌কা কিয়া সুরু।

কলকাত্তামে ফাট্‌কাবাজি
বড়ি উম্‌দা কারবার—
থোড়া রোজমে ফাট্‌কাবাজ হোয়
দৌলতমন্দ্ মালদার।
পুলিশ পাকড়া ফাট্‌কাবাজকো
বে—কানুনী কাম—
বহুৎ আদমী পাকড়া গিয়া
হাম তো চম্পট্‌রাম!

সার্জেন্ট—শেঠজীকা নাম ক্যা?

শেঠ-জী—রঘুপতি রাঘব রাজারাম,
পতিত পাবন সীতারাম।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডিত কর্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুর্‍যাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১/০ এক টাকা এক আনা।

সোল এজেন্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্
এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, [illegible]তা

পশ্চিমবঙ্গ জমিদারি গ্রহণ আইনের ১২ ধারা অনুসারে অন্তর্বর্তীকালীন অর্থদান সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী ১৯৫৫ সালের ৬ই অক্টোবর কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। যে সকল মধ্যস্বত্বভোগীর জমিদারি বা স্বার্থ রাজ্য কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে তাঁহাদিগকে নিম্নবর্ণিত ফর্ম-এ জেলা জমিদারি গ্রহণ অফিসে এবং প্রান্তবর্তী মহকুমার ক্ষেত্রে মহকুমা জমিদারি গ্রহণ অফিসে ক্ষতিপূরণ বাবদ অন্তর্বর্তীকালীন অর্থলাভের জন্য দরখাস্ত করিতে হয়। জেলায় মধ্যস্বত্ব ভোগীর যে সব জমিদারি বা অন্য স্বার্থ আছে দরখাস্তে তাহাদের সমস্ত বিবরণ থাকা প্রয়োজন। একাধিক জেলায় জমিদারি বা স্বার্থ থাকিলে জমিদারি যে জেলার তৌজি নম্বরের অন্তর্ভুক্ত সেই জেলার জমিদারি গ্রহণ অফিসে দরখাস্ত করিতে হইবে, স্পষ্ট ও পরিষ্কার করিয়া দরখাস্ত লিখিতে হইবে, সরকার ছাপান দরখাস্তের ফর্ম সরবরাহ করিবেন না। আইনের ১২ ধারা অনুসারে অন্তর্বর্তীকালীন অর্থদানের জন্য দরখাস্ত। * (১) মধ্যস্বত্ব ভোগীর নাম ও ঠিকানা, (২) পিতার/স্বামীর নাম; (৩) জমিদারির/স্বার্থের বিবরণ :—(ক) জেলা, মহকুমা (খ) থানা এবং সীমানার তালিকা নম্বরসহ গ্রামের নাম; (৪) অন্য জেলায় দরখাস্তকারীর জমিদারি বা স্বার্থ থাকিলে সেই জেলা বা জেলাগুলির নাম; (৫) অংশীদার থাকিলে তাঁহাদের নাম এবং অংশের পরিমাণ (দরখাস্তকারীর অংশসহ); * * ৬ বাংলা ১৩৬১ সালে দরখাস্তকারীর ৬নং ধারা অনুসারে রক্ষিত জমি বা খনি বা খনিজ হইতে আয় বাদ দিয়া নিম্নলিখিত দফায় মোট আয় : (ক) (১) খাজনা, টাকা— (২) সেস, টাকা—(খ) ৬নং ধারা অনুসারে রক্ষিত নহে এমন সৈরাতি স্বার্থ :—(১) হাট, বাজার, টাকা—(২) বন টাকা— (৩) মৎস্য চাষ, টাকা—(৪) ফেরি, টাকা—(৫) টোল, টাকা— ; (গ) মালিকানা বা/সৈর ক্ষতিপূরণ/বাবদ আয়, টাকা— ; (৭) বাদ :—(১) যে সকল স্বার্থের সম্পর্কে মোট আয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে সেই সব স্বার্থ বাবদ বাংলা ১৩৬ সালে মধ্যস্বত্বভোগী কর্তৃক দেয় ভূমি রাজস্ব বা খাজনা এবং সেস—(ক) ভূমি রাজস্ব বা খাজনা, টাকা—(খ) সেস, টাকা— ; (২) ১৯৪৪ সালের বঙ্গীয় কৃষি আয়কর আইন বা ১৯২২ সালের ভারতীয় আয়কর আইন অনুসারে মোট আয়ের সহিত সম্পর্কিত স্বার্থ সম্পর্কে পূর্ববর্তী আর্থিক বৎসরে দেয় অর্থ—(ক) কৃষি আয়কর, টাকা—(খ) ভারতীয় আয়কর টাকা— ; (৩) পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরে কোন আইন বা চুক্তি অনুসারে কোন সেচ বা রক্ষণমূলক কাজ চালু রাখা বাবত গড় ব্যয় (কিছু হইয়া থাকিলে), টাকা— ; (৪) আইনের ১৬ (১) (খ) (৪) ধারায় বর্ণিত হারে পরিচালন ও সংগ্রহ বাবত খরচ, টাকা— ; (৮) আনুমানিক নিট বার্ষিক আয় (অর্থাৎ ৬নং ও ৭নং-এর বিয়োগ ফল), টাকা— ; (৯) অন্তর্বর্তীকালে প্রার্থিত অর্থ, টাকা—। আমি ঘোষণা করিতেছি যে আমার সর্বাধিক জ্ঞান বিশ্বাস মত উপরের বিবরণীতে উল্লিখিত তথ্যগুলি সত্য ও সম্পূর্ণ এবং প্রদর্শিত আয় ও অন্যান্য বিবরণ সঠিকভাবে সংশ্লিষ্ট বৎসর সম্পর্কেই উল্লিখিত হইয়াছে।

স্বাক্ষর..... তারিখ..... * ১২নং ধারার ২নং উপধারা অনুসারে অন্তর্বর্তীকালীন অর্থের জন্য দরখাস্ত করা হইলে অনুরূপ অর্থ গ্রহণের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিতে হইবে এবং এইরূপ দাবীর পরিপোষক ট্রাষ্ট, ডেডিকেসন বা অর্পণ-নামার দলিল বা অন্য দলিলের সঠিক নকল দাখিল করিতে হইবে।

* * অব্যবহিত অধস্তন স্বত্বভোগী দ্বারা মধ্যস্বত্বভোগীকে বাংলা ১৩৬১ সালের জন্য দেয় খাজনা এবং সেস সম্পর্কিত জমা-বন্দীর কাগজ-পত্র (খাজনা—ক্রমিক সংখ্যা) বা অন্য কাগজ-পত্র দাখিল করিতে হইবে। **সচিব, পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্বপর্ষৎ।**

বাংলার প্রতি সীমানা কমিশনের রায়ের প্রতিবাদে

বিরাট জনসভা

বহরমপুর জনসংঘের সম্পাদক ডাঃ এ, কে, মৈত্র জানাইতেছেন—আগামী ১৭ই জানুয়ারী মঙ্গলবার বৈকালে বহরমপুর গ্রাণ্ট হল ময়দানে ভারতীয় জনসংঘের উদ্যোগে এক বিরাট জনসভা হইবে। বাংলার বিপ্লবী নেতা শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্যাডভোকেট এস, এন, বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিবেন বলিয়া প্রকাশ। জেলার সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণকে সভায় যোগদান করিবার জন্য সাদর আহ্বান জানান হইতেছে।

জঙ্গিপুরে বৈদ্যুতিক আলো

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে জঙ্গিপুরের পারে বৈদ্যুতিক আলোর খুঁটি পোঁতা ও তার টাঙ্গান হইয়াছে। রঘুনাথগঞ্জে খুঁটি পোঁতা হইতেছে। রঘুনাথগঞ্জে আদালত কাছারীর রাস্তাটীকে বাদ রাখিয়া খুঁটি বসিতেছে। এই রাস্তায় মুন্সেফী আদালত, পি, ডব্লিউ, ডি, অফিস, সাপ্লাই অফিস, রেজেষ্ট্রী অফিস, ডাকবাংলা ও প্রিন্সিপাল, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, উকিল, মোক্তার প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের বাড়ী আছে। এই প্রকার রাস্তায় যাহাতে খুঁটি বসে তজ্জন্য আমরা বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ার মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বপে

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্তের সভাপতিত্বে
বঙ্গ ভাষাভাষী মহাসম্মেলনে
বিহার ও আসামের বঙ্গ ভাষাভাষী অঞ্চলের প্রতিনিধিদের যোগদান

গত ৭ই জানুয়ারী রাজ্য পুনর্গঠন কমিটির সুপারিশ সম্পর্কে বলিষ্ঠ কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণের জন্য কলিকাতা সিনেট হলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুনর্গঠন সংযুক্ত পরিষদের উদ্যোগে বঙ্গভাষাভাষী মহা-সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন হয়। পশ্চিমবঙ্গের সকল জিলা, ধলভূম, মানভূম, জামতাড়া, পাকুড়, দুমকা, রাজমহল, পূর্ণিয়া, গোয়ালপাড়া, কাছাড় এবং ত্রিপুরা হইতে আগত শত শত প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগ দেন। কম্যুনিষ্ট ও কংগ্রেস দল ব্যতীত সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি এবং পশ্চিম বঙ্গের খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী, প্রবীণ সাংবাদিক ও রাজনৈতিক কর্ম্মী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং খ্যাতনামা বিজ্ঞান-সাধক ডাঃ মেঘনাদ সাহা সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সভাপতি শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত বলেন যে, "ভারতের ঐক্য বিপন্ন" এই ধুয়া তুলিয়া ভাষাভিত্তিক রাজ্যসংগঠনের দাবীকে অগ্রাহ্য করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। ডাঃ মেঘনাদ সাহা বলেন যে, ভাষাভিত্তিক রাজ্য ভারতের ঐক্যকে সংহত করিবে।

পাকিস্তানী সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ
উদ্বাস্তু জমি ও ঋণের প্রলোভন দেখান হয় নাই

ভারতের সরকার ও বে-সরকারী সংস্থা পূর্ব্ব-বঙ্গের সংখ্যালঘুদের ভারতে চলিয়া আসিবার জন্য প্রলুব্ধ করিতেছে বলিয়া পাকিস্থানী সংবাদপত্রে যে সব বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে তৎপ্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিষ্কার ভাবে জানাইতেছেন যে সরকারী প্ররোচনার সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা। বাস্তু-ত্যাগীদের জমি বা ঋণ দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া তো দূরের কথা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহুবার সংবাদপত্রে এবং উদ্বাস্তু সংস্থাগুলির প্রতিনিধিগণের নিকট ঘোষণা করিয়াছেন যে ১৯৫৪ সালের জুন মাসের পর যে সব উদ্বাস্তু ভারতে আসিয়াছেন তাঁহাদের জন্য জমি পাওয়াই ক্রমশঃ দুর্ঘট হইয়া পড়িতেছে। দুর্দ্দশাগ্রস্ত বলিয়াই আগত উদ্বাস্তুদের কেবলমাত্র অস্থায়ী বাসস্থান ও খাদ্য সরবরাহ করা হয়। যে সব ব্যক্তি জীবনধারণের জন্য শারীরিক পরিশ্রম করিতে অশক্ত তাঁহাদের ক্ষেত্রে এইরূপ সাহায্য দান বহুদিন চালাইয়াও যাইতে হইতে পারে। এখানে উপস্থিত হইলে প্রত্যেক পরিবারকে অন্যান্য খাতে অর্থ ও ভাতার অতিরিক্ত ২৫০০ টাকা দেওয়া হয়, ইহা সম্পূর্ণ ভুল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে যাঁহারা ১৯৫৪ সালের জুন মাসের পরে আসিয়াছেন, নিজেরা জমি সংগ্রহ করিতে না পারিলে তাঁহারা জমি ক্রয় বা গৃহনির্ম্মাণ ঋণ পাওয়ার অধিকারী হন না; এরূপভাবে জমি সংগ্রহ করা কোনমতেই সহজ নয়।

সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যায় যে যাঁহারা এখন পাকিস্তান হইতে চলিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই সরকারী প্ররোচনায় অথবা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট হইতে সহজে অর্থ বা জমি পাওয়ার আশায় এরূপ করিতেছেন না। (প্রেস নোট)

নিলামের ইস্তাহার
চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১৬ই জানুয়ারী ১৯৫৬
১৯৫৫ সালের ডিক্রীজারী

২২১ খাং ডিঃ নির্ম্মলকুমার সিংহ নওলক্ষা দেং ডাঃ ফণিভূষণ সরকার এল, এম, এফ, দাবি ৯২৷৷৩/৯ পাই থানা সাগরদীঘি মৌজে সাওরাইল ৭-০১ শতকের কাত ৫৬।৭ আঃ ৫০০৲ খং ২৭৯

টেণ্ডার নোটিশ

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে ধুলিয়ান মিউনিসিপ্যালিটী মধ্যে কতকগুলি পাকা ইন্দারা, কতকগুলি টিউব-ওয়েল বসান এবং ইট ও পাথর দ্বারা নূতন পাকা রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞাত হইবার জন্য ধুলিয়ান মিউনিসিপ্যাল অফিসে খোঁজ লউন। আগামী ১৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত টেণ্ডার গ্রহণ করা হইবে।

ডি, এন, রায়,
চেয়ারম্যান
ধুলিয়ান মিউনিসিপ্যালিটী।

নোটীশ
চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
১৬১। ১৯৫৫ অন্য

বাদী—
সর্ব্বসাধারণ পক্ষে ও স্বয়ং মহম্মদ মণ্ডল দিং
সাং নূতন জয়রামপুর
থানা রঘুনাথগঞ্জ।

বিবাদী—
সাবের আলী মিস্ত্রী দিং
সাং নূতন জয়রামপুর
থানা রঘুনাথগঞ্জ।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে রঘুনাথগঞ্জ থানার অধীন জোতকমল মৌজার ৮৮০নং দাগের সাধারণের রাস্তা বিবাদীগণ অবরোধ করায় বাদীগণ সাধারণের পক্ষ হইতে তাহা মুক্ত করণার্থ দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ১ হুকুম ৮ রুল মত ম্যাণ্ডিটারী ইন্‌জাংসান প্রার্থনায় উপরোক্ত মোকর্দ্দমা করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমায় কাহারও বাদী শ্রেণী হইতে ইচ্ছা থাকিলে ৭।২।৫৬ তারিখ মধ্যে অত্রাদালতে উপস্থিত হইতে পারিবেন।

অদ্য ৫।১।৫৬ তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে দেওয়া গেল।

By order of the Court
M. N. Roy,
Sheristadar,
Munsif's Court, Jangipur.

বিজ্ঞাপন

স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইতে পারে এইরূপ কয়েকটি দশম শ্রেণীর ছাত্রকে স্কুল, বোর্ডিং ও কোচিং ফ্রী দিয়া ভর্ত্তি করা হইবে। সম্পাদক, মির্জাপুর দ্বিজপদ হাই স্কুল, পোঃ গনকর, মুর্শিদাবাদ।

দূরের মানুষ কাছে হয়
ফটো যদি সঙ্গে রয়

রঘুনাথগঞ্জ কাপড়ে পটীতে শ্রীঅরুণ ব্যানার্জ্জীর ষ্টুডিওতে অনুসন্ধান করুন।